সামান্য কথা

কৃষ্ণ ধর

কথা জমেছিল, কথা জমে থাকে মনে
সামান্য কথা বিকোবে ভুবন হাটে?
বিকিকিনি আশা ফতুর গোধূলিকালে
ভরসন্ধেয় কথা জমে থাকে মনে।

নগরের কথা হাঁকছে নাগরী চালে
ডাইনে ও বাঁয়ে কথা বেচবার ধুম।
ডানার ঝাপটে উথালপাতাল পাল্লা
মীমাংসা খোঁজে নয়া সিটি সেন্টারে।

ওখানেও বেশ জমকালো কথকতা
যা-কিছু বিচার সবই তো নির্বিচারে।
চাপানউতোরে চমকায় ভাষাবিদ
বিমূঢ় শ্রোতারা কথার এ-রণরোলে।

কথা বিপণনে সাচ্চা কিংবা ঝুটা
বিচারমঞ্চে আসীন প্রাজ্ঞ জুরি।
মুখোশ আড়ালে মুখগুলি সমাহিত
মেলেনি এখনও প্রকৃত এ-জানকারি।

কাক

শংকর চক্রবর্তী

অমন ভঙ্গির কাক আমি আগে দেখিনি কখনও
বন্ধুস্থানীয় কি, তবে তার হাঁকডাক
সহ্যের সীমায় এল, এসে দুপুরবেলায় উড়ে গেল নাড়িভুঁড়ি খেতে
সে অন্তত এরকম জানে উড়ে গেলে কিংবা তারস্বরে ডাক
জানালায় বসে কা কা ক্রমাগত ভূতের মতন—
অমন কালোয় তাকে সাদা ক্যানভাসে দেখি আর পুণ্য করি,
হাতজোড়, অশরীরী, রাংতা-মোড়া ধ্বনি-সর্বস্বের
খোলা চুল ও দাড়ির কালোয় কেমন স্নান গা-ঝাড়ার ভাবে,
একদিন আলগোছে জলকাদা ঘেঁটে পায় হলুদ ব্যঞ্জন;

ফেরিঘাটে ছিল ঘর গঙ্গা জুড়ে তার খেলা যেন জলভাত
পাড়ে বসে গল্প বলে, বাঁয়ে, ঊর্ধ্বমুখী কখনও-বা
আমি তাকে পঞ্চমের মতো দু-এক কলির সুর
বেঁধে দিই জানালার গ্রিলে, ছায়াচ্ছন্ন মনে হলেও কাকের
সংসার বেড়েছে আরও, চতুর্দিকে প্রত্যুত্তরে কা কা
ঝাঁকে ঝাঁকে মুখরিত সুখের প্রাক্কালে তাকে ছুঁড়ে দিই রুটি
মুখে মুখে সে অনেক দূর এক কামড়ে তিতকুট করেছে সুনাম
একদিন ক্লান্ত ঠোঁটে মূর্খ সে-মিশকালোর হুম দেখি ফাঁকা
জানালার ফ্রেম থেকে চলে গেছে অনিশ্চিত ওই ফেরিঘাটে।

ছড়া

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

ছড়ার ইচ্ছে খুব, সেও হয় গান,
মাঝে মাঝে ঘুরে আসে কবিতাবিতান।
বিতান-দুয়ারে গিয়ে সে শুনতে পেল—
‘কী ব্যাপার, এখানে কি ছড়া এসেছিল?’
চুপচাপ দ্রুত পায়ে ছড়া ফিরে যায়
নিজের মাটির ঘরে, চেনা জায়গায়।
পাড়া জুড়ে হইচই খিলখিল হাসি।
ছড়ায় ছড়ায় কত ভালোবাসাবাসি।
‘কেমন আছিস তোরা?’ বলে ভালোবেসে।
হসির সঙ্গে বুঝি অশ্রুও মেশে।